ছাতিম গাছের পাতা বুকে নিয়ে

- সাওরি কুরোদা

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি আজও আমার মনকে দুলিয়ে দিয়ে যায় স্নিগ্ধ বাতাসের মতো। হ্যাঁ, কবিগুরুর শান্তিনিকেতনের হাওয়া-বাতাস , আকাশ, ফুল, চাঁদ, মানুষ -- সব কিছুই আমার ভাল লেগেছিল।

ভোর হতে না হতেই নীল আকাশের তলায় পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীদের সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত – "আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে তোমারি নাম সকল তারার মাঝে" -- এমনই আরও কত গান সতেজ সুরেলা কণ্ঠে। বৈতালিকের শেষে ঘন্টার শব্দে শুরু হোত আমার দিন।

আমি বিশ্বভারতীর ছাত্রী ছিলাম। তবে সকালে পাঠভবনের ক্লাসেও যোগ দিতাম। পাঠভবনের ক্লাসগুলো হয় গাছের তলায় -- প্রকৃতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে। ছাত্রছাত্রীদের পোশাকের রঙ হলুদ। আমি যেতাম হলুদ রঙের শাড়ী পরে --সাইকেলে কোরে। প্রথমত শাড়ি পরা , তারপর সেই অবস্থায় সাইকেল চালানো -- দুটোই আমার জন্য বেশ কঠিন কাজ ছিল। আমি যে পরিবারের সাথে থাকতাম , সেখানকার গৃহকর্ত্রী (মাসী বলে ডাকতাম তাঁকে) রোজ সকালে আমাকে শাড়ী পরিয়ে দিতেন। শিক্ষিকাকে সম্বোধন করতাম বুলবুলদি নামে। একদিন কোথা থেকে একটা জ্ঞানপিপাসু হনুমান এসে হাজির হওয়ায় হৈ চৈ বেঁধে গেল। ওটাকে সরিয়ে ক্লাস আরম্ভ হতে বেশ দেরীই হয়ে গিয়েছিল। আরেক দিন, সে কি ঝম্‌ঝম বৃষ্টি ! শাড়ী ভিজে একশা ! Rainy Dayর ছুটি পেয়ে গেলাম। মনে পড়ে, বয়সে অনেক ছোট সহপাঠীদের সঙ্গে পড়া মুখস্ত করে, শ্রুতিলিখনে ভুল করেছিলাম অনেক। শিক্ষিকার আদেশে প্রত্যেকটি শব্দ ১০ বার কোরে লিখতে হয়েছিল। সহপাঠীরা সবাই ছোট, তবু ওদের সাথে সময়টা কেটেছিল চমৎকার। আশ্রমের ছোট

বন্ধুরা , তোমরা সবাই ভাল আছ তো ?

সপ্তাহে একদিন কাঁচের মন্দিরে যেতাম প্রার্থনা করতে। বিশ্বভারতীতে সাপ্তাহিক ছুটির দিনটি হোল বুধবার। সেদিন ছাত্রছাত্রী ও শান্তিনিকেতনের বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকেই সাদা কাপড় পরে, নানা রঙের কাঁচ দিয়ে সাজানো মন্দিরটিতে যান প্রার্থনা করতে। আমিও যেতাম সাদা পোশাকে। ভোরের আলোয় সমস্বরে "শান্তি" "শান্তি" ধ্বনি দেওয়ার যে স্বর্গীয় অনুভূতি, তা চিরকাল মনে থাকবে।

মার্চ মাসে শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব দেখতে প্রচুর লোক সমাগম হয়। নৃত্যগীতে মুখরিত হয়ে ওঠে জায়গাটি। ওতে অংশ নেওয়ার সুযোগ আমারও হয়েছে। পরণে হলুদ শাড়ি আর খোপায় পলাশ ফুল গুঁজে আরও অনেকের সাথে "ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল" গানটি গাইতে গাইতে নাচের তালে পাড়ি দিয়েছি ছাতিমতলা থেকে আম্রকুঞ্জ। হাতে ছিল দুটো কাঠি - নাচের তালে বাজানোর জন্য। খালি পায়ে পথ চলতে গিয়ে ব্যথা পেয়েছি বটে , কিন্তু সেই কষ্টকে ছাপিয়ে গিয়েছে উৎসবের আনন্দ।

শান্তিনিকেতন থেকে বাসে ৬ ঘন্টার পথ পুরুলিয়া, ছৌনাচের জন্য বিখ্যাত। সেখানকার সৃজন উৎসবও খুব নামকরা। বিশ্বভারতীতে আমাদের মতো বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের একটি দল, একবার গিয়েছিলাম সৃজন উৎসবে নাচ করতে। নাচের সময় প্রত্যেকে বুকে লাগিয়ে নিয়েছিলাম শান্তিনিকেতন থেকে নিয়ে আসা ছাতিম গাছের পাতা। আমি ভারতে প্রথম জাপানী নাচ পরিবেশন করি পুরুলিয়ার একটি পাহাড়ে -- জাপানের ঐতিহ্যবাহী পোশাক "ইয়ুকাতা" পরে, ছাতিম গাছের পাতা বুকে নিয়ে। নাচ চলেছিল গভীর রাত পর্যন্ত। শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লেও , মন ভরে উঠেছিল তৃপ্তিতে।

শান্তিনিকেতন সারা বিশ্বের মিলন-স্থল। সেখানে গিয়ে আমিও আমার দেশ সম্পর্কে সবাইকে জানানোর সুযোগ পেয়েছি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে আমার অনুভূতির উল্লেখ না করলে শান্তিনিকেতন বাসের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রথম শুনি জাপানে থাকতেই। বিশ্বভারতীর একজন গানের শিক্ষক জাপানে আসলে তাঁর সাথে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে দেখে গেয়ে উঠেছিলেন, "আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী।" কি অপূর্ব কন্ঠ ! গাওয়া শেষ কোরে গানটি আমাকে শেখালেনও। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি আমার অন্তরের টান আরও সুগভীর হয়েছে যখন আমি শান্তিনিকেতনে গিয়ে থেকেছি।

শান্তিনিকেতনে আশ্রম জীবনের অধ্যায়টি আমার মনে সর্বদা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। ❑